বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের

ইতিহাস

৭ মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে চলছিল - অসযোগ আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সাোহরাওয়ার্দী উদ্যান); ভাষণে তিনি পেশ করেন- ৪ দফা দাবি; ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সগ্রামের ঘাোষণা (পরাোক্ষভাবে)।

৭ মার্চের ভাষণ

৭ মার্চ বিখ্যাত - বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য; এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন - 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয় বিকেল ৩ টায়; ভাষণের স্থায়িত্বকাল ছিল- ১৯ মিনিট।

৭ মার্চের ভাষণ

৭ মার্চের ভাষণের চার দফার প্রথম দফা ছিল - সামরিক শাসন প্রত্যাহার। ৭ মার্চের ভাষণের দফা চারটি ছিল - সামরিক আইন প্রত্যাহার, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, গণহত্যার তদন্ত করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৭ মার্চের ভাষণের শেষকথা ছিল - জয় বাংলা

অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় - ৭ মার্চের ভাষণের পরে।

৭ মার্চের ভাষণ

পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের উপর হামলা চালায় ১৯ মার্চ, ১৯৭১।

জাতিসংঘের সংস্থা UNESCO ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (Memory of the World Register) ঘোষণা করে - ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।

স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘাোষণা করেন - ২৫ মার্চ রাত্রি বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতার ঘোষক - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি বিবিসির প্রতি অধিবেশনে প্রচারিত হয় - ২৬ মার্চ

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬ মার্চ, ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন - ওয়্যারলেসের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধুর জারি করা মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুঃ হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন - ২৬ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম প্রচার শুরু করে কালুরঘাট থেকে।

মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার লক্ষ্যে পরিচালিত অপারেশনের আর্মি কোডনেইম ছিল - দি বিগবার্ড। বিগবার্ড অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন মেজর জহির আলম। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারের খবর জানাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন - Big Bird in Cage.

স্বাধীনতার ঘোষণা

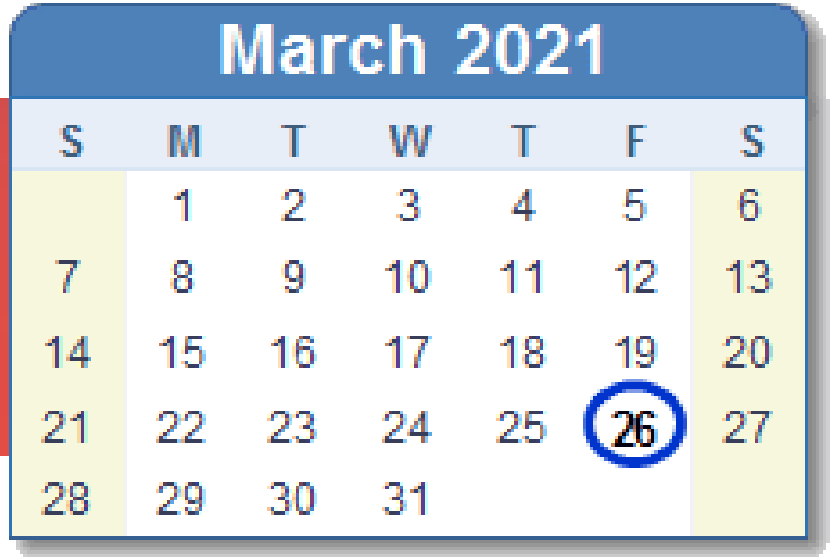

বাংলাদেশের জাতীয় দিবস / স্বাধীনতা দিবস - ২৬ মার্চ

স্বাধীনতা ঘোষণা সংবিধানে সংযোজিত হয় - পঞ্চদশ সংশোধনীতে

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয় - ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; এ দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতার ঘোষণা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় - ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১; পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী; পাঠ করা হয় মুজিবনগরে।

স্বাধীনতার ঘোষণা

বাংলাদেশ ছাড়া আর যে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র রয়েছে - যুক্তরাষ্ট্র।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন - ৩২ নং ধানমন্ডির বাসা থেকে

হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে - ২৫ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণা

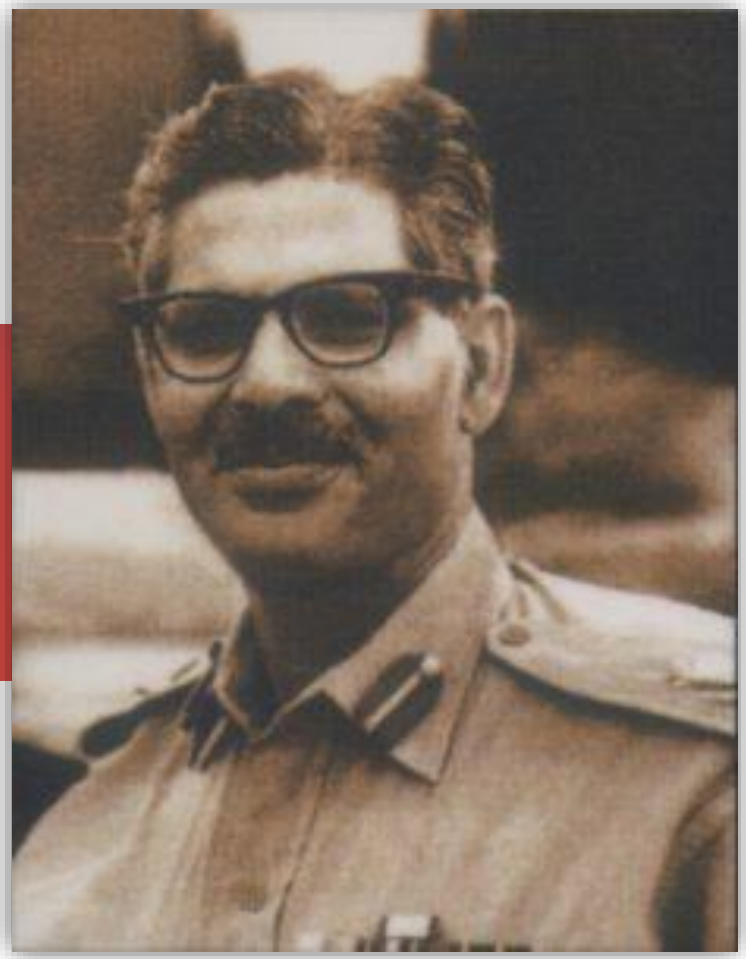

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল বৃহস্পতিবার।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান চালায় তার নাম 'অপারেশন সার্চ লাইট'। অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয় ২৫ মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে।
অভিযানে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয় - জেনারেল রাও ফরমান আলীকে

স্বাধীনতার ঘোষণা

গণহত্যা দিবস - ২৫ মার্চ, প্রথম পালিত হয় ২০১৭ সালে

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠিত হয় - ২১ নভেম্বর, ১৯৭১; যৌথ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন - জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান (এ কে খান)।

শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে বন্দি করে রাখা হয় করাচির লায়ালপুরের মিয়ানওয়ালী জেলখানায়।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় মুজিবনগরে; মুজিবনগর অবস্থিত মেহেরপুর।

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় - ১০ এপ্রিল; অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে - ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১; শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান

মুজিবনগর দিবস পালিত হয় - ১৭ এপ্রিল

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

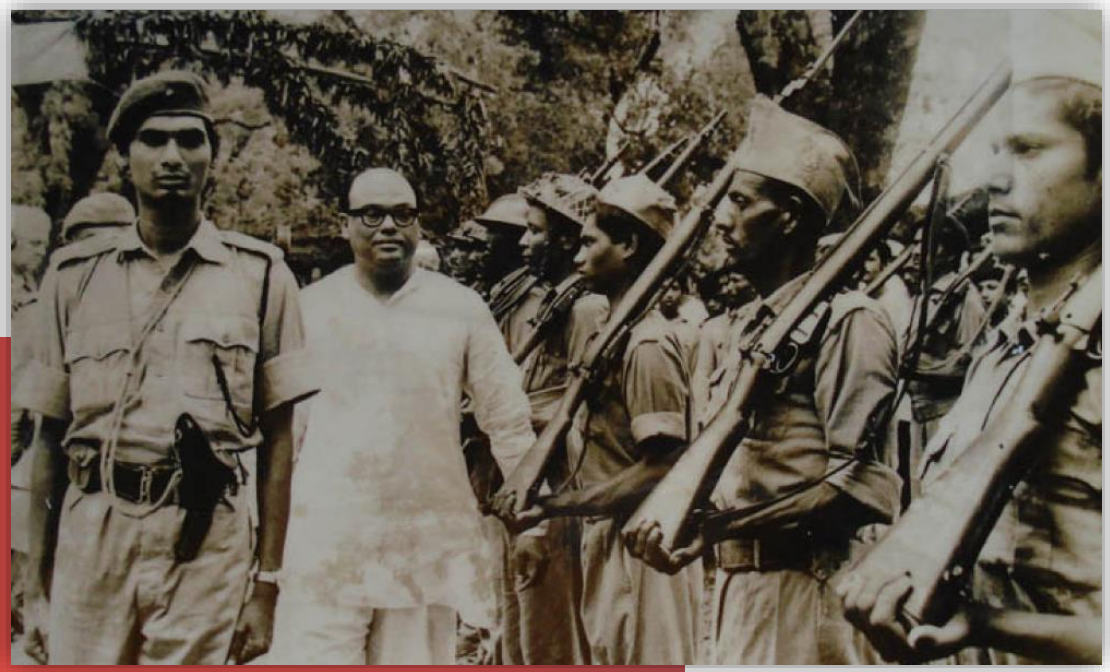

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী

মেহেরপুরের ভবের পাড়া বৈদ্যনাথতলার মুজিবনগর নামকরণ করেন তাজউদ্দিন আহমেদ।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল - ১২টি, যথা: প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার প্রদান করে পুলিশ ও আনসার। নেতৃত্ব দেন - তকালীন চুয়াডাঙ্গার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বীর প্রতীক

১০ এপ্রিল সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ করে — ৪টি সামরিক জোনে; ৪ জোনে নিযুক্ত করা হয়— ৪ জন কমান্ডার। পরে ১১ এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

মুজিবনগরে গঠিত সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় ছিল - ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম; প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন - জেনারেল এমএজি ওসমানী; চিপ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন - কর্নেল (অব.) আবদুর রব, ডেপুটি চিপ অব স্টাফ - গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

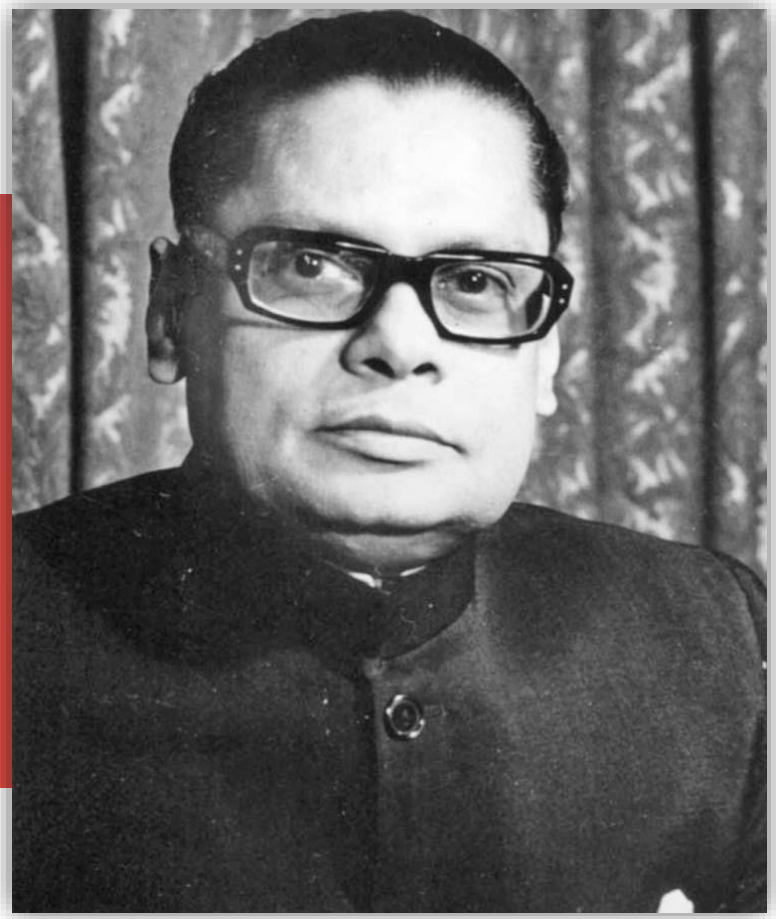

মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুস সামাদ আজাদ; প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ; ক্যাবিনেট সচিব ছিলেন হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ.টি.ইমাম)।

মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যের মিশন প্রধান ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী; নয়া দিল্লি - হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

বাংলাদেশে বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান - এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার

বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করে কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের সহকারী কমিশনার হোসেন আলী (১৮ এপ্রিল)।

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার পরিচিত ছিল - প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার / মুজিবনগর সরকার নামে।

মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দী)

উপ-রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)

প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দিন আহমদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী - খন্দকার মোশতাক আহমেদ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - এ এইচ এম কামরুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

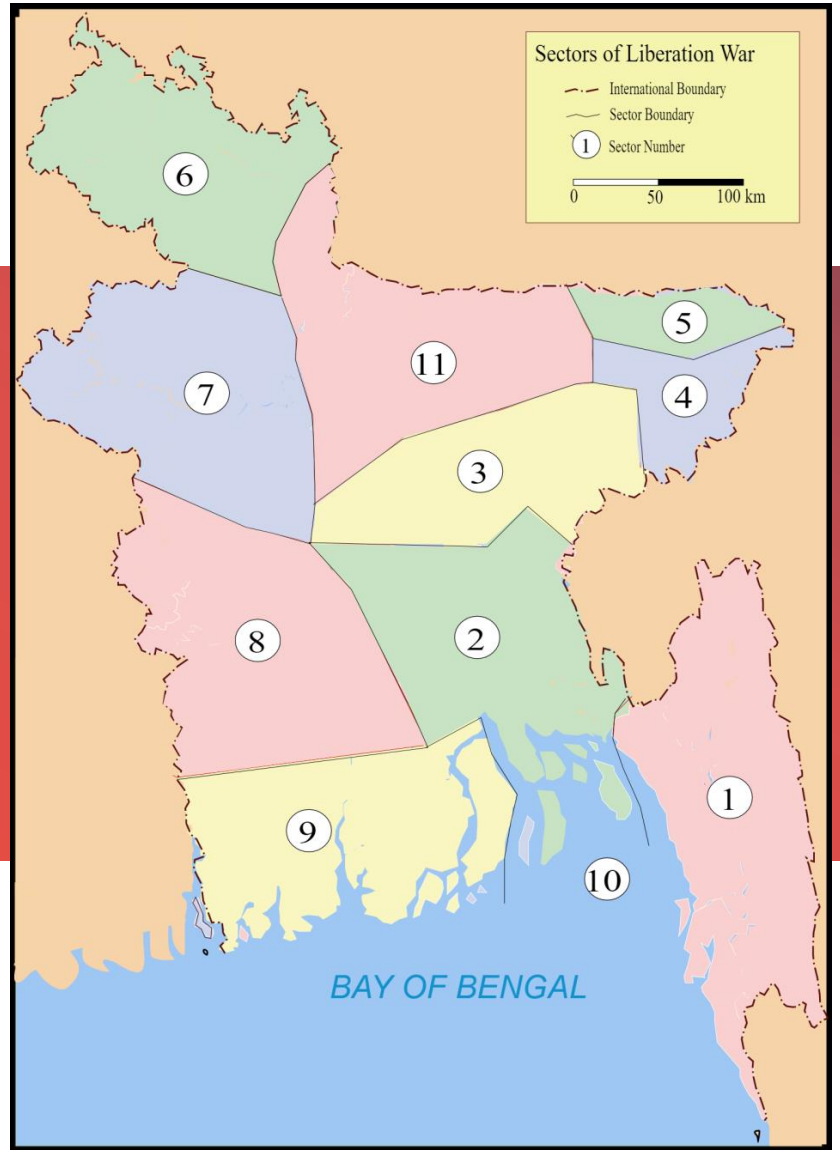

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ করা হয় - ১১টি সেক্টরে

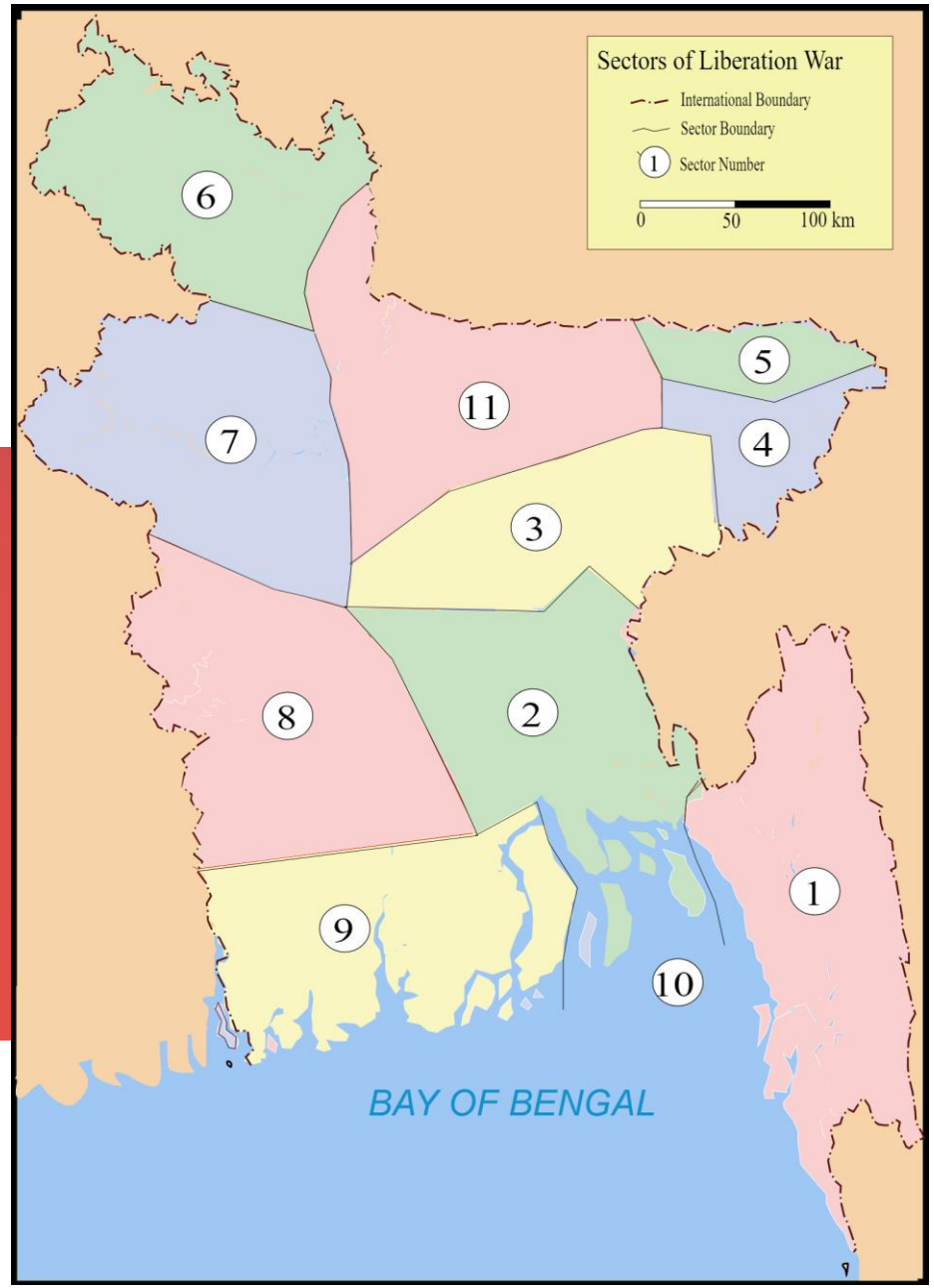

১১টি সেক্টরের মধ্যে ১০ নং সেক্টর ছিল - নৌ সেক্টর (নিয়মিত কমান্ডার ছিল না)।

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি

(সেনাবাহিনী, রাইফেলস, আনসার ও পুলিশ) সদস্যরা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেন

তার নাম - তেলিয়াপাড়া রণকৌশল

মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ করা হয় - ৬৪টি সাব-সেক্টরে।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নৌ কমান্ডারদের অভিযানের নাম অপারেশন জ্যাকপট;
মুক্তিযুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপটে নৌ কমান্ডারদের নির্দেশ দেয়া হতো - স্বাধীন বাংলা বেতারের গানের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিগ্রেড আকারে গঠিত হয়েছিল - ৩টি ফোর্স, যথা: জেড ফোর্স, এস ফোর্স, ও কে ফোর্স ।। জেড ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান; এস ফোর্সের লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের লে. কর্নেল খালেদ মোশারফ।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

মুজিবনগর সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয় - Charter of Independence **বলে।**

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ছিল - স্নায়ুযুদ্ধ (ঠান্ডা লড়াই); বিশ্ব ছিল দুই ব্লকে বিভক্ত - মার্কিন নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্লক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্লক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ব্লক (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ), বালাদেশের বিপক্ষে ছিল - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এডওয়ার্ড হীথ, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী; চীনের চৌ এন লাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন - নিকোলাই পদগর্নি, যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এবং জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন উথান্ট (মিয়ানমার)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন - হেনরি কিসিঞ্জার; সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গেমিকো

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

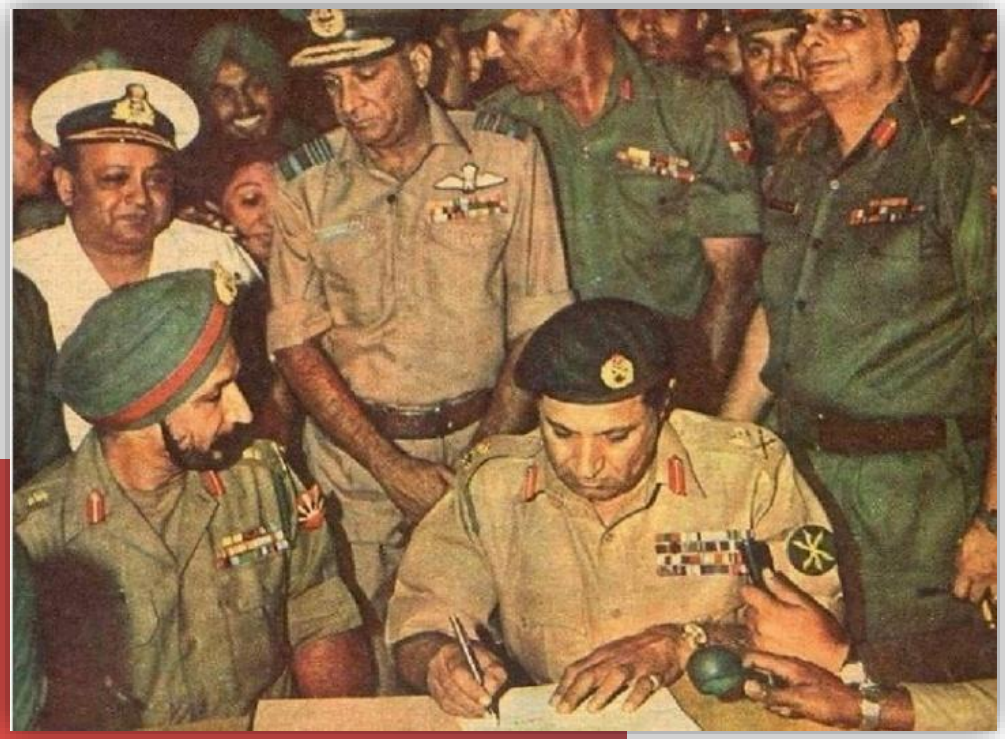

বাংলাদেশকে অস্ত্র, সেনা, সমর্থন ও কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছে - ভারত; যৌথ বাহিনী গঠিত হয়েছিল মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠিত হয় - ২১ নভেম্বর, ১৯৭১। যৌথ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল - ৭ম নৌবহর (এন্টারপ্রাইজ); প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদরদপ্তর - ইউকোসুক। সপ্তম নৌবহর যাত্রা শুরু করেছিল - ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ ভুটান, দ্বিতীয় ভারত (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় - ৪ এপ্রিল, ১৯৭২, চীন - ৩১ আগস্ট ১৯৭৫, পাকিস্তান - ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪; সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

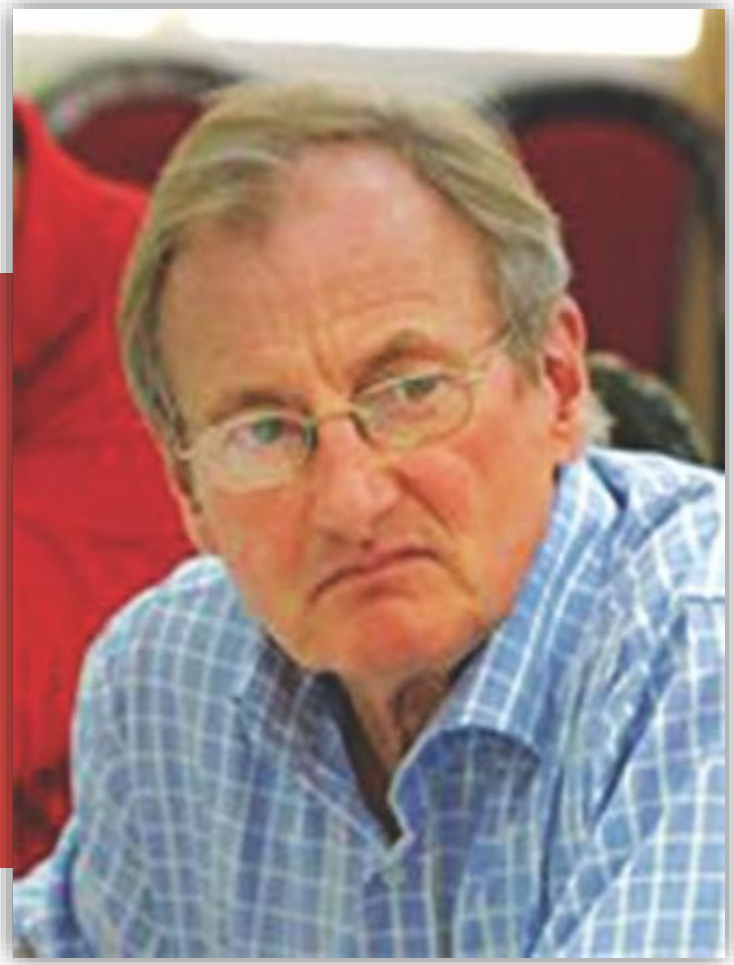

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন সাংবাদিক সাইমন ড্রিং

‘দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম’ গ্রন্থটির লেখক - গ্যারি জে বাস্স

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বে এর প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল - লন্ডন

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

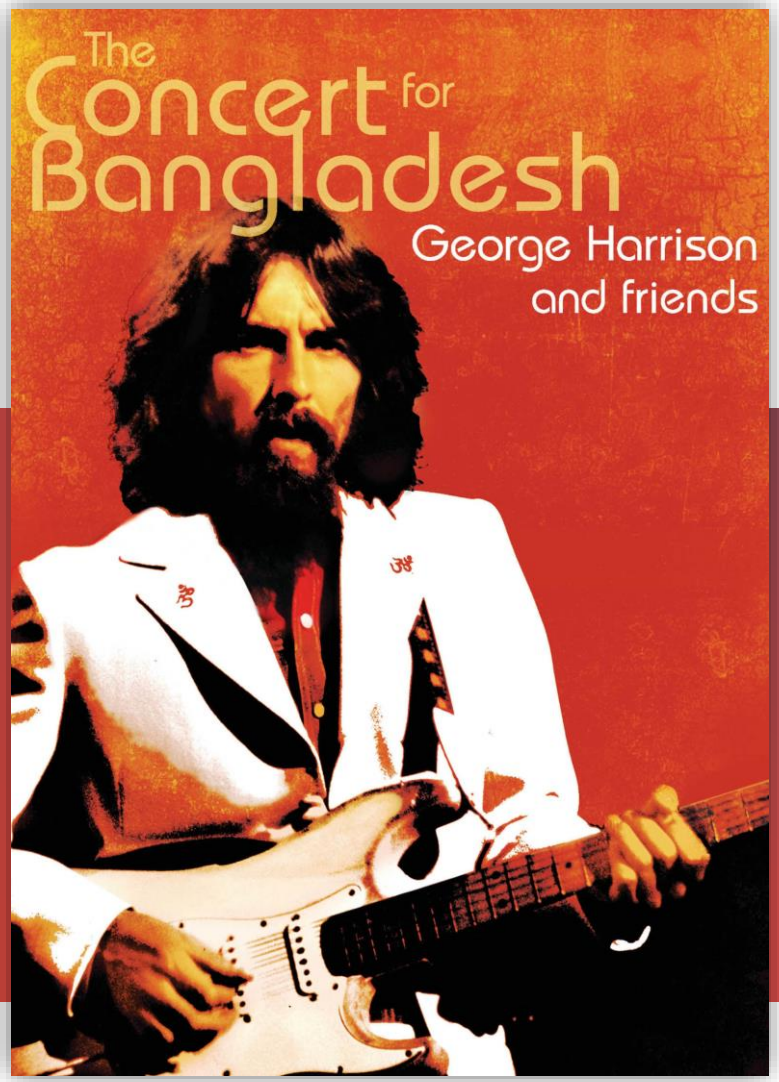

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নিউইয়র্কে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানের নাম - The concert for Bangladesh; অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন পন্ডিত রবি শংকর ও ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন; হ্যারিসন ব্রিটিশ নাগরিক তার ব্যান্ড দলের নাম বিটলস; অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বব ডিলান, এরিক ক্লাপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, ওস্তাদ আয়াত আলী খা প্রমূখ। এতে ৪০ হাজার লোকের সমাগম হয়। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয় - ১ আগস্ট, ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে - ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে।

বাংলাদেশের যুদ্ধ বিরতির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করেন - ৪, ৭ ও ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১; প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করে চীন।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

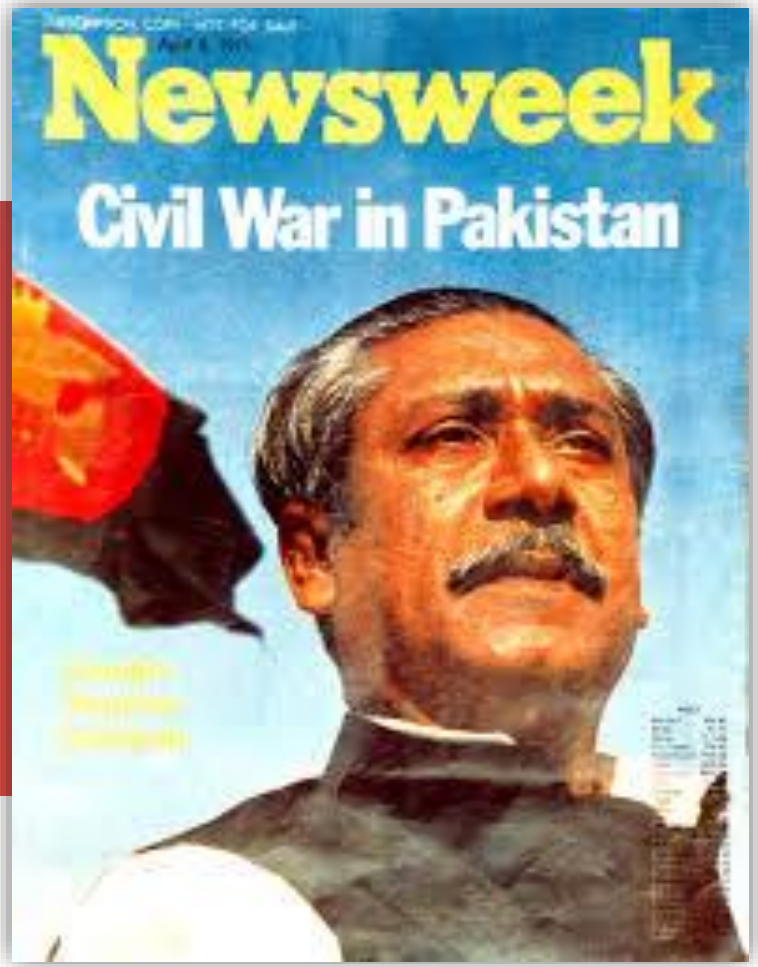

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘রাজনীতির কবি’ বলে আখ্যা দেয় বিখ্যাত ম্যাগাজিন ‘নিউজ উইকস’।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পূর্ব জার্মানি, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ পোল্যান্ড, প্রথম আরব দেশ — ইরাক, প্রথম আফ্রিকান দেশ- সেনেগাল, প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ বার্বাডোস, প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান দেশ ভেনিজুয়েলা, প্রথম মুসলিম দেশ - সেনেগাল, প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ - মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনে ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় - আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুন্যাল) আইন, ১৯৭৩।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় দুটি। প্রথম ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় - ২৫ মার্চ, ২০১০। দ্বিতীয় ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় - ২২ মার্চ, ২০১২।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাক হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোর (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান); আত্মসমর্পণ করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য। প্রথম আত্মসমর্পণকারী পাক সেনানায়ক মেজর জেনারেল জামশেদ।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন - গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয় রেসকোর্স ময়দানে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশের অ্যুদয় ঘটে - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১, বাংলাদেশের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর

ভারতীয় বাহিনীর সাথে প্রথম ঢাকায় প্রবেশ করে - কাদেরীয়া বাহিনী

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয় ১২ মার্চ, ১৯৭২।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী যে নৃশংস ও বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালায় তা হলো - বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ। বুদ্ধিজীবী দিবস - ১৪ ডিসেম্বর

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে আসেন - ইন্দিরা গান্ধী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২; পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান - ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

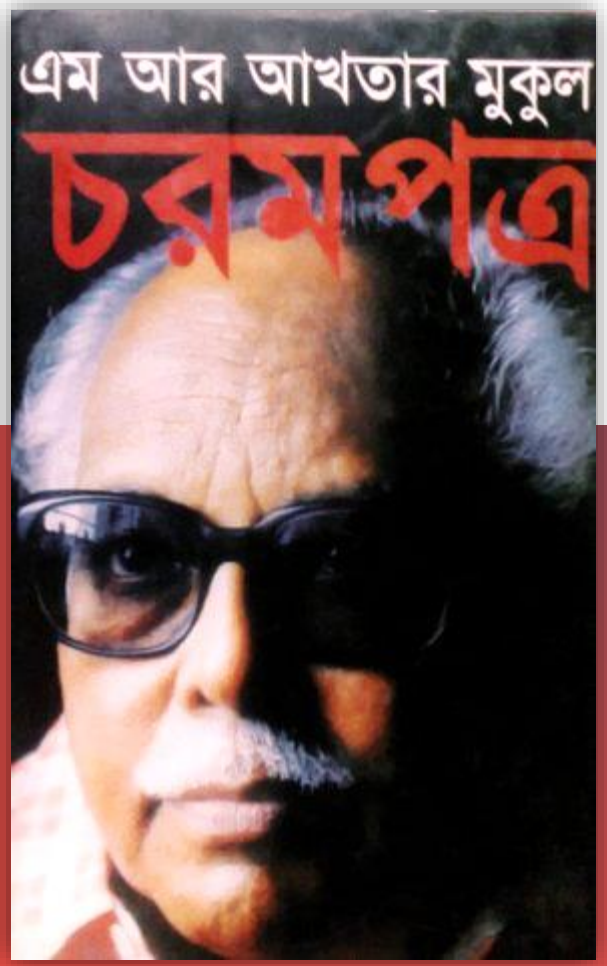

কেন্দ্র থেকে ‘চরমপত্র’ ও ‘জল্লাদের দরবার’ পাঠ করতেন এম আর আক্তার মুকুল।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে - ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, গাজীপুর, ১৯ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয় - ৬৭৬ জনকে, তন্মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীর উত্তম ৬৮ জন, বীর বিক্রম-১৭৫ জন ও বীর প্রতীক- ৪২৬ জন।

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	পদবি ও কর্মস্থল	শহীদ হওয়ার স্থান ও সমাধিস্থল	যুদ্ধের সেক্টর
মুন্সী আব্দুর রউফ (প্রথম)	ল্যান্স নায়েক, ইপিআর	৮ এপ্রিল ১৯৭১ নলিয়ারচর, রাঙামাটি	১
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	সিপাহী, সেনাবাহিনী	১৭ এপ্রিল ১৯৭১ আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (শেষ)	ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী	১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭
রুহুল আমিন	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার, নৌবাহিনী	১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ রূপসা নদী, খুলনা	১০

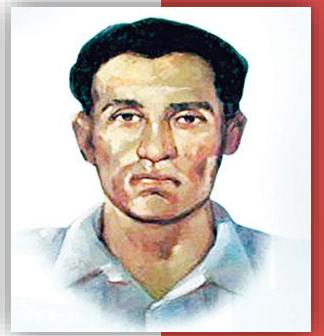

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

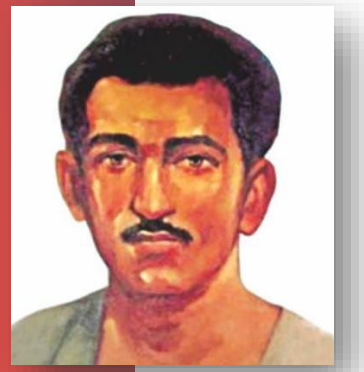

নাম	পদবি ও কর্মস্থল	শহীদ হওয়ার স্থান ও সমাধিস্থল	যুদ্ধের সেক্টর
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	সিপাহী, সেনাবাহিনী	২৮ অক্টোবর ১৯৭১ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান	৪
নূর মোহাম্মদ শেখ	ল্যান্স নায়েক, ইপিআর	৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কাশিপুর গ্রাম, শার্শা উপজেলা, যশোর	৮
মতিউর রহমান	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, বিমান বাহিনী	২০ আগস্ট ১৯৭১ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান	

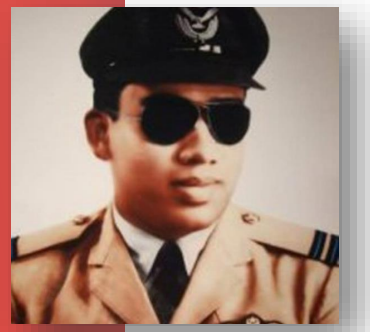

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ দেশে আনা হয়েছে - পাকিস্তান থেকে (২৫ জুন, ২০০৬), সিপাহি হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ আনা হয়েছে ভারত থেকে (১১ ডিসেম্বর, ২০০৭)। তিনি হলেন সর্বকনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিহত হন মুন্সী আবদুর রউফ (৮ এপ্রিল, ১৯৭১), সর্বশেষে নিহত হন - মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি ও সেতারা বেগম।তারামন বিবি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন - ১১ নং সেক্টরের (ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল)। ডাক্তার সেতারা বেগম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন - ২ নং সেক্টরের। তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিলেও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় ব্যাপক অবদান রাখেন।

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিদেশি খেতাবপ্রাপ্ত (বীরপ্রতীক) মুক্তিযোদ্ধা ডব্লিউ এইচ ওডারলয়ান্ড, জন্ম নেদারলয়ান্ড, (নাগরিক অস্ট্রেলিয়ার); একমাত্র আদিবাসী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা - ইউকে চিং (বীর বিক্রম)।

বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ প্রদান করা হয় - যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরদের; আর জীবিত বীরদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব - বীর উত্তম।

মুক্তিবেটি নামে পরিচিত নারী মুক্তিযোদ্ধা - কাকন বিবি

বাংলাদেশের নিজস্ব ডাক টিকেট প্রবর্তন করা হয় - ২৯ জুলাই, ১৯৭১; প্রকাশ করে মুজিবনগর সরকার

প্রথম স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশিত হয় - ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। ডাক টিকেটে ছবি ছিল— কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয় - ১৯৭১ সালে

মুক্তিযোদ্ধা দিবস - ১ ডিসেম্বর

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ প্রথম সদস্যপদ লাভ করে - কমনওয়েলথের (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২), ওআইসির - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে (১৩৬তম)।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে; এ অধিবেশনেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে - ২ বার (১৯৭৯-৮০ এবং ২০০০-২০০১ সালে)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি - হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (৪১তম অধিবেশন); জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি আনাোয়ারুল করিম চৌধুরী

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে - ১৯৮৮ সালে, UNIMOG মিশনে

চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

জহির রায়হান - Stop Genocide, A State is Born

তানভীর মোকাম্মেল - স্মৃতি একাত্তর

তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ - মুক্তির গান, মুক্তির কথা

শাহরিয়ার কবির - দুঃসময়ের বন্ধু

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

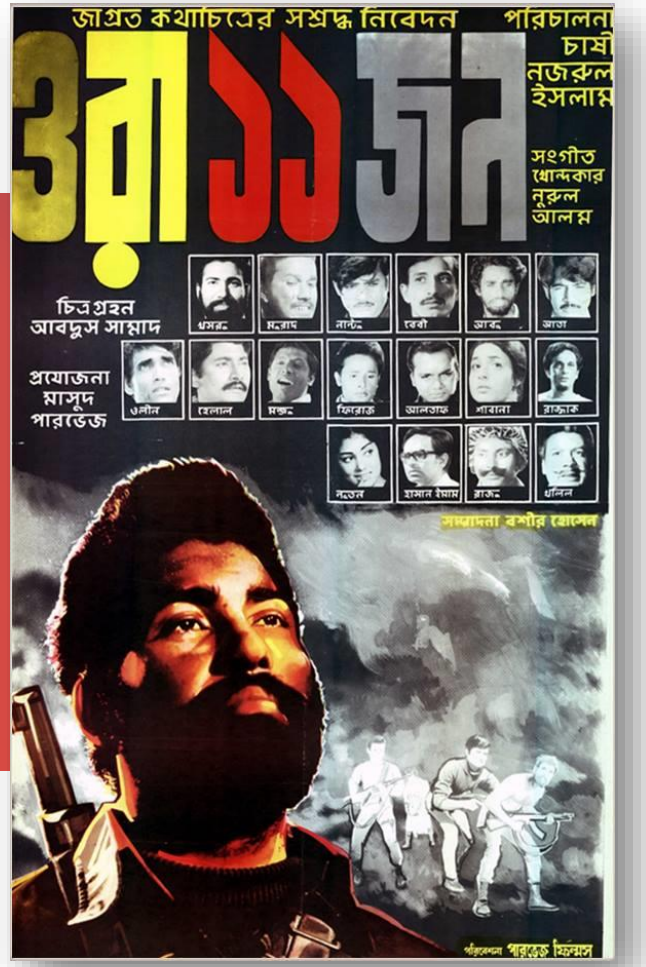

চাষী নজরুল ইসলাম - ওরা এগারজন (১৯৭২)

নাসির উদ্দিন ইউসুফ - একাত্তরের যীশু (১৯৯৩)

তানভীর মোকাম্মেল - নদীর নাম মধুমতী (১৯৯৪)

খান আতাউর রহমান - আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৪)

আলমগীর কবির - ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

চাষী নজরুল ইসলাম - সংগ্রাম (১৯৭৪)

শহীদুল হক খান - কলমিলতা (১৯৮১)

মোরশেদুল ইসলাম - আমার বন্ধু রাশেদ (২০১১)

নাসির উদ্দিন ইউসুফ - গেরিলা (২০১১)

ইলজার ইসলাম - দীপ নিভে যায়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

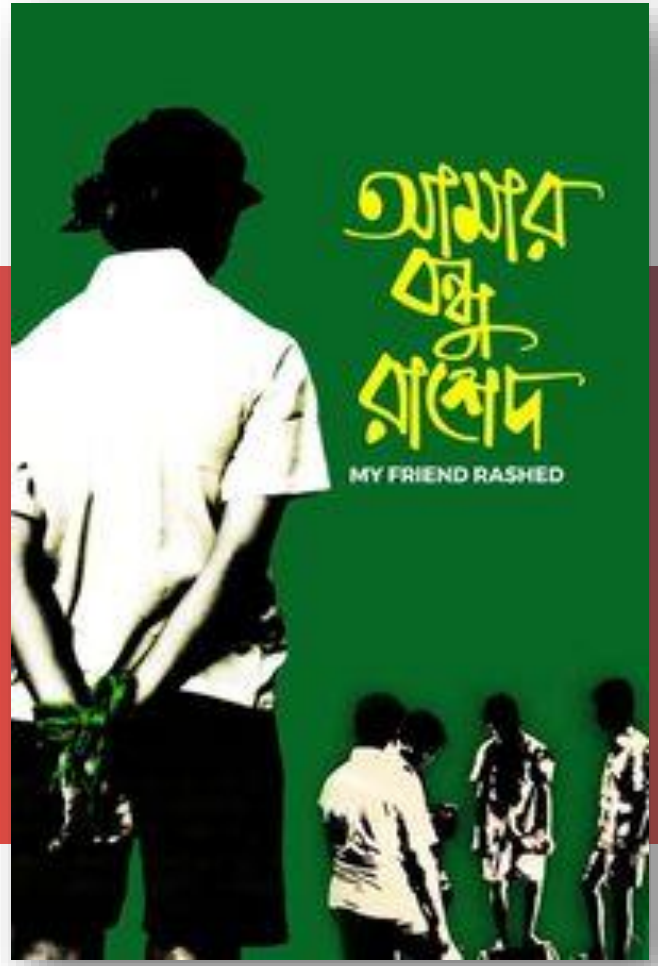

মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপন্যাস ‘আমার বন্ধু রাশেদ' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘আমার বন্ধু রাশেদ’।

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ লোবান’ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘গেরিলা'। জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দীপ নিভে যায়’।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থপতি	স্থান
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর চৌরাস্তা (গাজীপুর)
জাতীয় স্মৃতিসৌধ (সম্মিলিত প্রয়াস)	মইনুল হোসেন	সাভার

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থপতি	স্থান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মেহেরপুর
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দস হিলি	মিরপুর, ঢাকা
সীমান্ত গৌরব	মৃণাল হক	বিজিবি সদরদপ্তর, পিলখানা

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থ

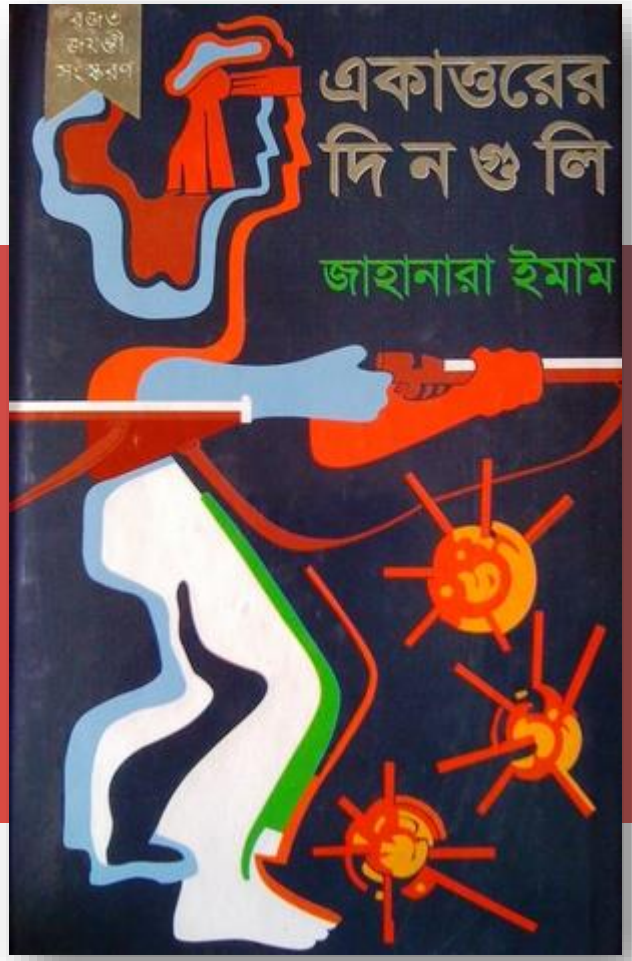

রাবেয়া খাতুন - একাত্তরের নিশান, ফেরারী সূর্য

জাহানারা ইমাম - বিদায় দে মা ঘুরে আসি, বুকের ভিতর আগুন, একাত্তরের দিনগুলি

আল মাহমুদ - উপমহাদেশ

সেলিনা হোসেন - একাত্তরের ঢাকা

মুনতাসীর মামুন - একাত্তরের বিজয়গাথা, সেই সব দিন

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থ

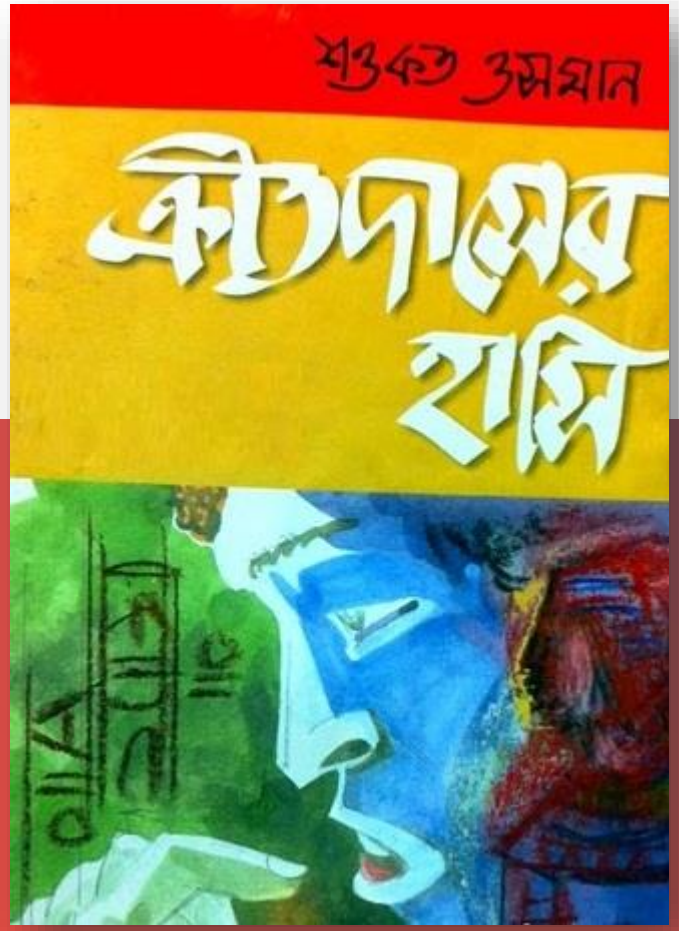

শওকত ওসমান - নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জয় বাংলার জয়, জাহান্নম হইতে বিদায়, ক্রীতদাসের হাসি, জন্ম যদি তব বঙ্গে

এম আর আখতার মুকুল - ওরা চার জন, বিজয় '৭১, আমি বিজয় দেখেছি, জয় বাংলা, একাত্তরের বর্ণমালা

ইমদাদুল হক মিলন - কালো ঘোড়া, রাজাকারতন্ত্র

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থ

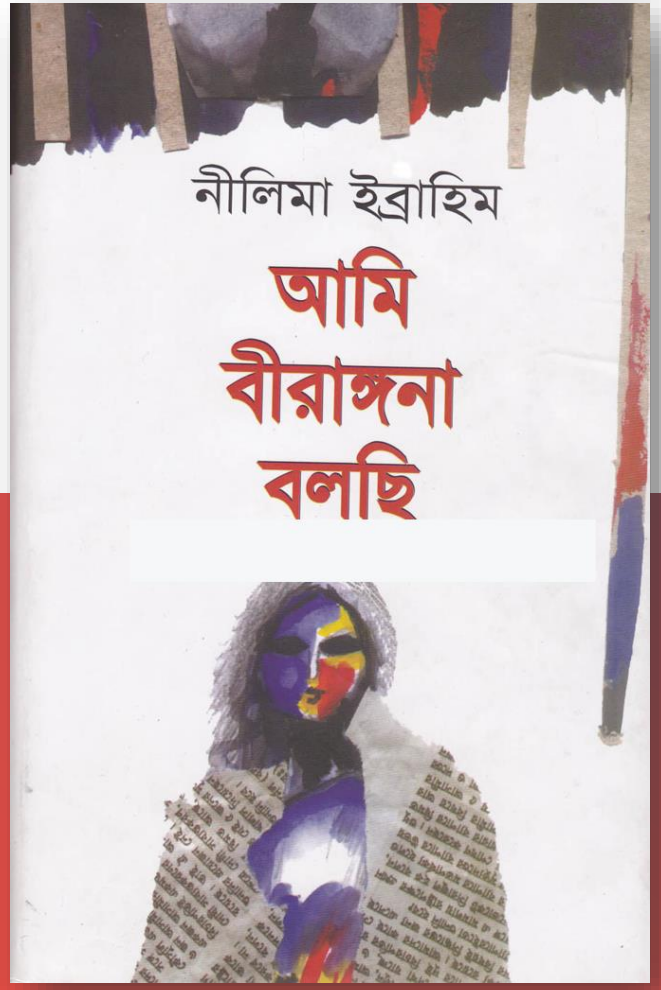

মতিয়া চৌধুরী - দেয়াল দিয়ে ঘেরা

আনোয়ার পাশা - রাইফেল রোটি আওরাত

বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী - প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

নীলিমা ইব্রাহিম - আমি বীরাঙ্গনা বলছি

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থ

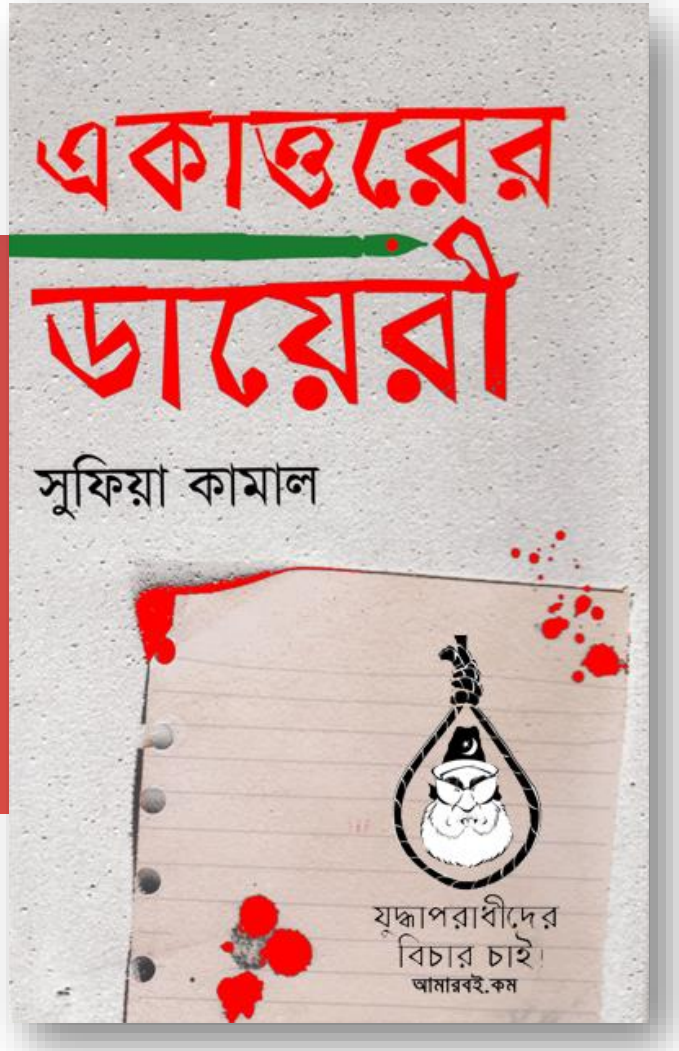

সুফিয়া কামাল - একাত্তরের ডায়েরী

নূরজাহান বেগম - একাত্তরের কথামালা

Anthony Mascarenhas - Bangladesh : A Legacy of Blood, The Rape of Bangladesh

Tahmina Anam - The Golden Age

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় সংসদের প্রতীক - শাপলা

মোট আসন ৩৫০ (৩০০ নির্বাচিত, ৫০ সংরক্ষিত নারী)। ১ নং আসন - পঞ্চগড়-১, ৩০০ তম আসন - বান্দরবান

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় সংসদীয় আসন ১টি করে মোট ৩টি

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কান (জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয় - ১৯৮২ সালে)

জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার মোহাম্মদ উল্ল্যাহ

জাতীয় সংসদ ভবন — ৯ তলা।

বাংলাদেশের ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ৭ মার্চ, ১৯৭৩।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় - ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩

জাতীয় বিষয়াবলি

বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি

ন্যূনতম বয়স ভোটাধিকার প্রাপ্তির - ১৮ বছর, প্রধানমন্ত্রী - ২৫ বছর, রাষ্ট্রপতি - ৩৫ বছর

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক - উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথায় পাটগাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং উভয় পাশে দুটি করে তারকা।

জাতীয় বিষয়াবলি

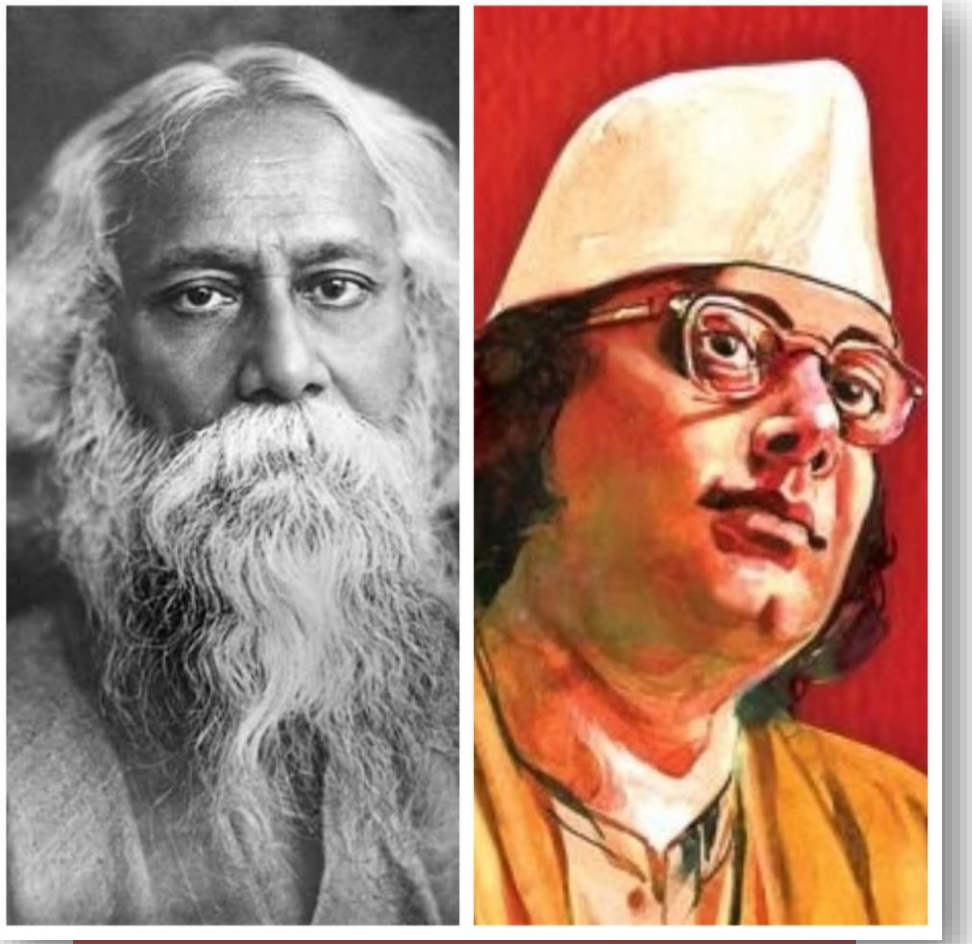

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও সুরকৃত ‘আমার সোনার বাংলা’ এর প্রথম দশ চরণ। অনুষ্ঠানে বাজানো হয় - প্রথম চার চরণ।

বাংলাদেশের রণ সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার - জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তার ‘চল চল চল' কবিতার প্রথম ২১ লাইন রণ সংগীত

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত - ১০: ৬

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় - ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের তারকা চিহ্ন - ৪টি। ডিজাইনার এএনএ সাহা।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত — ঢাকার সাভারে।
জাতীয় স্মৃতিসৌধের নাম - সম্মিলিত প্রয়াস।

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক - ৭টি।

বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

মুক্তিযোদ্ধা দিবস - ১ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার কামরুল হাসান।

মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইনার শিব নারায়ণ দাস; বর্তমান জাতীয় পতাকার রূপকার চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।

জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় - ২ মার্চ, ১৯৭১; জাতীয় সংগীত গাওয়াসহ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় - ৩ মার্চ, ১৯৭১ (পল্টন)।

বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা — সেলিমা রহমান; সুরকার - খন্দকার নূরুল আলম

কাবাডিকে জাতীয় খেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৭২ সালে

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়

জাতীয় বৃক্ষ - আম গাছ

জাতীয় ফল - কাঁঠাল

জাতীয় ফুল - শাপলা

জাতীয় পাখি - দোয়েল

জাতীয় পশু - রয়েল বেঙ্গল টাইগার

জাতীয় মাছ - ইলিশ

জাতীয় বন - সুন্দরবন

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়

জাতীয় মসজিদ - বায়তুল মোকাররম

জাতীয় জাদুঘর - শাহবাগ, ঢাকা

জাতীয় গ্রন্থাগার - আগারগাঁও, ঢাকা

জাতীয় চিড়িয়াখানা - ঢাকা চিড়িয়াখানা

জাতীয় সংবাদসংস্থা - বাসস

জাতীয় কবি - কাজী নজরুল ইসলাম

জাতীয় পার্ক - শহীদ জিয়া শিশুপার্ক

জাতীয় খেলা - কাবাডি

জাতীয় উদ্যান - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় দিবস

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস - ১০ জানুয়ারি

মুজিবনগর দিবস - ১৭ এপ্রিল

জাতীয় জনসংখ্যা দিবস - ২ ফেব্রুয়ারি

সংবিধান দিবস - 04 November

জাতীয় পতাকা দিবস - ২ মার্চ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস - ২১ নভেম্বর

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় দিবস

জাতীয় পাট দিবস - ৬ মার্চ

জাতীয় কর দিবস - ৩০ নভেম্বর

জাতীয় শিশু দিবস - ১৭ মার্চ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস - ১৪ ডিসেম্বর

গণহত্যা দিবস - 25 March

কৃষি দিবস - ১ অগ্রহায়ণ

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম রাষ্ট্রপতি - শেখ মুজিবুর রহমান

প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রথম প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমদ

জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার - মোহাম্মদ উল্লাহ

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম প্রধান বিচারপতি - এ এস এম সায়েম

প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী - খন্দকার মোশতাক আহমদ

প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - এ এইচ এম কামরুজ্জামান

প্রথম অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল - এম এইচ খন্দকার

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ৭ মার্চ, ১৯৭৩

প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান - জেনারেল এম এ জি ওসমানী

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান - এ কে খন্দকার

প্রথম নির্বাচন কমিশনার - বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি - স্যার পি জে হার্টস

প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভিসি - স্যার এ এফ রহমান

বাংলাদেশের প্রথম

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর - এ এন হামিদুল্লাহ

প্রথম নৌ রণতরী - বি এন এস পদ্মা

প্রথম পতাকা উত্তোলন - ২ মার্চ, ১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার - নিয়াজ মাোর্শেদ

প্রথম বিমান চালু - ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম মুদ্রা চালু - ৪ মার্চ, ১৯৭২

প্রথম জাদুঘর - বরেন্দ্র জাদুঘর (১৯১০)

প্রথম বাণিজ্য জাহাজ - বাংলার দূত

প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী - আ স ম আব্দুর রব

প্রথম রঙিন টেলিভিশন কার্যক্রম শুরু - ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০

বাংলাদেশের প্রথম

সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ - মেজর চেলসি

স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ - ভারত (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ - ইরাক

স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ - সেনেগাল, অনারব এশীয় মুসলিম - ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া

বাংলাদেশের প্রথম

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ - সেনেগাল

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে - ১০ এপ্রিল, ১৯৭২

ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হয় - ১৬১০

বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি - ১৯৭৪

প্রথম ক্যাডেট কলেজ - ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (চট্টগ্রাম)

গণপরিষদের প্রথম স্পিকার - শাহ আব্দুল হামিদ

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম বাংলা ছায়াছবি - মুখ ও মুখোশ

বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর - ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)

প্রথম বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠন - ১৯৭২

প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ - ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের প্রথম

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র - মোহাম্মদ হানিফ

প্রথম মহিলা বিচারপতি - নাজমুন আরা সুলতানা

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম মহিলা বিচারপতি - নাজমুন আরা সুলতানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপ-মহাদেশীয় ভিসি - স্যার এ এফ রহমান

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম খেলা - নিউজিল্যান্ডের সাথে

বাংলাদেশের প্রথম

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম অধিনায়ক - আমিনুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা - মাগুরা

অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ - ১৯৮৪ (লস অ্যাঞ্জেলেসে)

কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম অংশগ্রহণ - ১৯৭৮ প্রথম

জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক - জাকারিয়া পিন্টু

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম অংশগ্রহণ - ১৯৯৯ (৭ম বিশ্বকাপ)

বাংলাদেশের প্রথম

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম জয় - স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে

বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয় - জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে

বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় - জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম সিটি মহিলা মেয়র - ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভি

প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী - মুসা ইব্রাহিম (২৩ মে, ২০১০)

প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী - নিশাত মজুমদার (১৯ মে, ২০১২)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নারী ভি.সি, - অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম (জাহা, বি)

বাংলাদেশের প্রথম

বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার - ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী

উপমহাদেশের প্রথম কর আর্কাইভ - বাংলাদেশে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী - লীলা নাগ

প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপক - ড. সুফিয়া আহমেদ

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম সামরিক নারী বৈমানিক - নাইমা হক ও তামান্না-ই লুৎফি

ধন্যবাদ